ঢাকা, শনিবার ২ আষাঢ় ১৪১৯, ১৬ জুন ২০১২
E-mail : chasha_bad@yahoo.com

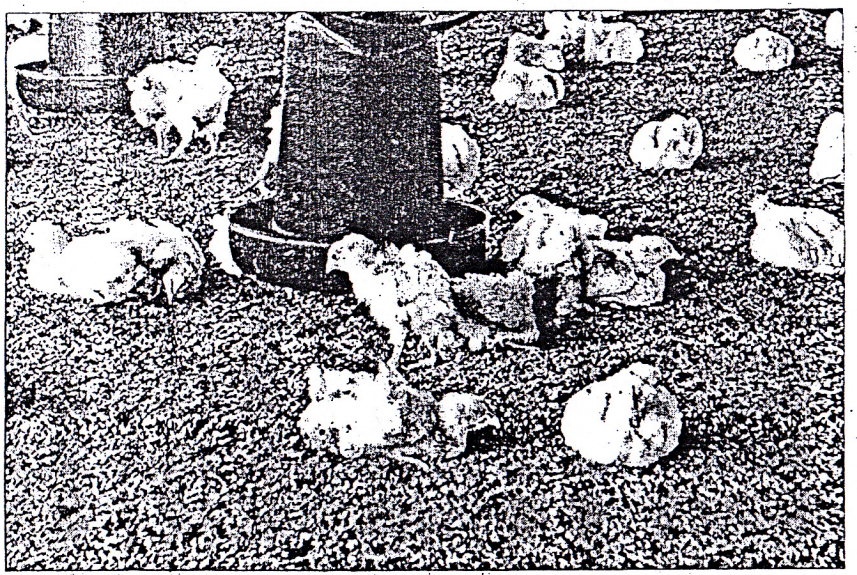

পোল্ট্রি শিল্পের বর্তমান অবস্থা
উত্তরণের উপায়

● মোমিন উদ দৌলা

দুই দশক ধরে সমন্বিত কৃষির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পোল্ট্রি খাত সম্পূর্ণ ব্যক্তি উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এ খাতের দ্রুত বিকাশের সাথে তাল মিলিয়ে প্রয়োজন ছিল আমাদের যুগোপযুগী নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ। অদূরদর্শী নীতিমালা ও সমন্বয়হীনতার ফলে তা পরিপূরণের পরিবর্তে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্পূর্ণ ব্যক্তি উদ্যোগে গঠিত বিশাল এ খাতে রয়েছে প্রায় ৫০ লাখের অধিক লোকের কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ রয়েছে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা যথাযথ সরকারি নীতিমালার অভাবে ও বার্ড ফ্লু-এর কারণে চার-পাঁচ বছরে পোল্ট্রি শিল্প ধ্বংসের শেষ প্রান্তে উপনীত। গত ফেব্রুয়ারি-মার্চে বার্ড ফ্লু পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয় যে শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি লেয়ার ফার্ম ৭০ ভাগ ব্রিডার ফার্ম এবং ৪০ ভাগ ব্রয়লার ফার্ম বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে ডিম ও মুরগির গোশতের সরবরাহ ধীরে ধীরে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে এবং এর ক্রয়ক্ষমতা ভোক্তাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ডিম ও মুরগির গোশত আমিষের মধ্যে সবচেয়ে সহজপ্রাপ্য ছিল। এই দুষ্প্রাপ্যতা সার্বিক আমিষের সরবরাহকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়ার আপামর জনগণের খাদ্য তালিকায় আমিষের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে নানা ধরনের অপুষ্টিজনিত জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে সার্বিকভাবে দেশের জনগণ মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়বে এবং মেধাহীন হয়ে পড়বে এ দেশের তরুণ সমাজ। বর্তমান অবস্থা থেকে কাটিয়ে উঠে পোল্ট্রি শিল্পকে দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষার জন্য কিছু নীতিমালা বাস্তবায়ন জরুরি।

কর রেয়াতের মেয়াদ : এ দেশের আপামর জনগণের জন্য অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে আমিষের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ তথা কৃষিভিত্তিক পোল্ট্রি সেক্টরের স্বাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যে শুরু থেকেই এ সেক্টর আয়কর মুক্ত ছিল। এই ধারাবাহিকতায় গত অর্থবছরের বাজেটেও সরকার আবার ২০১২ সাল পর্যন্ত এই সেক্টরকে আয়কর মুক্ত ঘোষণা করেছে। শুধু পোল্ট্রি ফার্মকে আয়কর মুক্ত রাখলেও পোল্ট্রি ফিড মিলকে আয়কর ও টার্নওভার করের মধ্যে আনা হয়েছে। আমরা সবাই জানি যে পোল্ট্রি পালনে সমুদয় খরচের ৭০%-৮০% খরচ হয় পোল্ট্রি খাদ্য বাবদ। তাই স্বাভাবিকভাবেই পোল্ট্রি খাদ্যের উৎপাদন খরচ অনেক গুণ বেড়ে গেছে যার প্রভাব পোল্ট্রি পালনের ওপর পড়েছে। যদি এ শিল্পের আয়কর মুক্ত ব্যাপারটা ২০২৫ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় তাহলে ক্ষতিগ্রস্তসহ নতুন খামারিরাও আবার এ শিল্পে ফিরে আসার ব্যাপারে উৎসাহী হবে এবং নতুন করে বিনিয়োগে আগ্রহী হবে।

সহজ শর্তে ব্যাংকঋণ : যেকোনো শিল্পের দ্রুত বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যাংক বিশাল ভূমিকা পালন করে। পোল্ট্রি সেক্টরের বর্তমান অবস্থায় অনেক ব্যাংকই সহজে ঋণ দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন কারণে বেশির ভাগ প্রান্তিক খামারি তাদের পুঁজি হারিয়ে পথে বসে পড়েছেন। পোল্ট্রি সেক্টরের দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সব প্রান্তিক খামারিদের আবারো এ পেশায় নিয়ে আনতে হবে। তাই তাদের পুনর্বাসনের স্বার্থে সহজ শর্তে, কোনো রূপ হয়রানিবিহীন প্রান্তিক খামারিদের জন্য দ্রুততর নতুন ঋণের সংস্থান করতে হবে। ২০১১ সালের অক্টোবর মাস থেকে চলতি বছর অর্থাৎ ২০১২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সরকারি ও প্রাইভেট ব্যাংকগুলোকে ঋণের সুদ মওকুফ করতে হবে এবং ঋণের বিপরীতে প্রথম এক বছর প্রাক-উৎপাদন প্রস্তুতি বিবেচনা করে ঋণ পরিশোধ শিডিউলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশে ছোট-বড় খামারিসহ এই শিল্পের সাথে জড়িত হ্যাচারি, ফিড মিল, প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে খামারিরা যাতে সহজ শর্তে ব্যাংকঋণ পায় সে ব্যাপারে যথাযথ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পোল্ট্রি শিল্পের জন্য বীমা চালু : বার্ড ফ্লু সংক্রমণ হলে খামারিরা পুঁজি হারিয়ে সর্বশান্ত হচ্ছেন। বেশির ভাগ খামারিই কোনো সরকারি সহায়তা পায় না। অথচ পুঁজির নিরাপত্তা না পেলে এ শিল্পের বিকাশ অসম্ভব। সে কারণেই সার্বিক নিরাপত্তা প্রয়োজন 'পোল্ট্রি বীমা' অতি সত্বর চালু করা।

বিদেশী কোম্পানি : বিদেশী বিনিয়োগ দেশীয় অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। তাই আমরা পোল্ট্রি সেক্টর বিদেশী বিনিয়োগকে অবশ্যই স্বাগত জানাই। কিন্তু সাথে সাথে এ বিষয়ও বিবেচনা করতে হবে যে, ঢালাওভাবে সব বিদেশী বিনিয়োগই দেশীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে না। কখনো কখনো তা বিদেশী বিনিয়োগ দেশীয় শিল্পের জন্য এবং ভোক্তাদের জন্য হুমকির কারণ হয়। পোল্ট্রি সেক্টরে বিদেশী বিনিয়োগ কখনোই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেনি। তাহলে এ ধরনের বিনিয়োগকে আমরা স্বাগত জানাবো না কি বর্জন করব তা ভেবে দেখতে হবে। আমরা মনে করি পোল্ট্রি সেক্টরে বিদেশী বিনিয়োগের কোনো প্রয়োজন নেই। তার পরও সরকার যদি নিতান্তই মনে করে যে, পোল্ট্রি সেক্টরে বিদেশী বিনিয়োগ প্রয়োজন রয়েছে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই বিদেশী বিনিয়োগের জন্য আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি। যাতে এ দেশের লক্ষ লক্ষ প্রান্তিক খামারি এবং স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ শতভাগ সংরক্ষণ করা হয়।

অত্যাবশ্যকীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের অনুমতি : দীর্ঘ দিন পোল্ট্রি শিল্পে দু'টি ক্ষতিকারক অ্যান্টিবায়োটিক (ক্লোরামফেনিকল ও নাইট্রোফুরান) আমদানি এবং ব্যবহার হয়ে আসছিল। এ ক্ষতিকারক অ্যান্টিবায়োটিক দু'টি পৃথিবীতে নিষিদ্ধ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারিভাবে আমাদের দেশেও তা নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করা হয়। কিন্তু মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০-এ চলতিভাবে এই ক্ষতিকারক অ্যান্টিবায়োটিক দু'টিসহ উপরে অন্যান্য সব অ্যান্টিবায়োটিক বৃদ্ধিবর্ধক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে যা পোল্ট্রি শিল্পের নানারকম রোগ জীবাণু বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। পোল্ট্রি উৎপাদন ও তা রক্ষা করার জন্য কিছু অত্যাবশ্যকীয় অ্যান্টিবায়োটিক যা ব্যবহারে খাদ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের পরিমাণ Maximum Residue Limit-এর নিচে থাকে) সারা বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও প্রয়োজন আছে। কারণ পোল্ট্রিকে নানা প্রকার রোগ জীবাণু থেকে রক্ষা করা এবং সুস্থ সবলভাবে বাঁচিয়ে রাখতে এ সব উপকারী অ্যান্টিবায়োটিক Growth Promoter ছাড়া সম্ভব নয় এবং তা না হলে ধীরে ধীরে নানা রোগজীবাণুতে এ উদীয়মান শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে।

ভ্যাকসিন : ভ্যাকসিন একটি সর্বজনবিদিত বৈজ্ঞানিক উপায়। গুণগত মানের এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার ভ্যাকসিন আমদানি ও প্রয়োগের অনুমতি দেয়া এ মুহূর্তের সময়ের দাবি। যদি এ শিল্পের বায়োসিকিউরিটি ও প্রতিষেধক (ভ্যাকসিন) ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয় তাহলে ক্ষতিগ্রস্তসহ নতুন খামারিরা আবার এ শিল্পে নতুন করে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হবেন। এ ক্ষেত্রে শুধু OIE-এর গাইড লাইন অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত ভ্যাকসিন আমদানি ও প্রয়োগের অনুমতি দেয়া প্রয়োজন।

এ দেশের পোল্ট্রি শিল্পের বর্তমান অবস্থার উত্তরণের পেছনে রয়েছে এ দেশের লাখ লাখ দরিদ্র প্রান্তিক খামারি ও বিনিয়োগকারীদের আপ্রাণ শ্রম, মেধা ও কুঁকি। এ ক্ষেত্রে সরকারের অবদানও কোনো অংশে কম নয়। বিশেষ করে বর্তমান পোল্ট্রি শিল্পের বিশালতার পেছনে রয়েছে ৯০-এর দশকে আওয়ামী লীগ সরকারের যুগোপযুগী ও কার্যকরী ভূমিকা। তখনকার সময়ের যুগোপযুগী সিদ্ধান্তই এ সেক্টরকে এনে দিয়েছে এ দেশের ডিম-মুরগির গোশতের স্বাবলম্বিতা। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বর্তমান গণতান্ত্রিক ও জনগণের বিশাল ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ সরকারই তাদের পূর্ববর্তী ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এ সেক্টরের বর্তমান অচলাবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে। আমরা জানি এ সরকার চাষির সরকার, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের সরকার, গরিবের সরকার– তাই এ সরকারের যুগোপযুগী ও কার্যকরী পদক্ষেপেই পোল্ট্রি সেক্টর আবার প্রাণ ফিরে পাবে, আবারো এ দেশের আপামর জনগণ অতি স্বল্প মূল্যে ডিম, মুরগির গোশত খেতে পারবে। আমরা পাবো বুদ্ধিদীপ্ত এক আগামী প্রজন্ম।

লেখক : সভাপতি, আহকাব